দৈনিক সংবাদ

১৩১

তারিখ 22 JUL 1989

পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

রমনা রেলওয়ে বিদ্যালয়ের এক ছাত্রের আবেদন

আমরা রমনা রেলওয়ে উচ্চ ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রী আজ এক মাসের উর্ধে গভীর আশংকায় দিনাতিপাত করছি। আমাদের শিক্ষা জীবন বিপন্নের পথে। গত ২৬-৫-৮৯ ইং তারিখ প্রথম সাময়িক পরীক্ষার হলে লোকজন স্কুলঘর কেনার জন্য দেখতে এল। প্রথমতঃ বিশ্বাস না হলেও পথে দৈনিক 'বাংলার' নোটিশ দেখে বিস্মিত হয়ে গেলাম। একটি বিবেকবান সরকার কিভাবে শিক্ষার্থীদের উচ্ছেদ করার জন্য এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন? তারপর সদাশয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নেমে গেলাম রাজপথে। এক এক করে শিক্ষা মহাপরিচালক, শিক্ষামন্ত্রী পূর্তমন্ত্রী ও মহামান্য রাষ্ট্রপতি মহোদয়ের কাছে তুলে দিলাম স্মারকলিপিতে আমাদের আবেদন। পত্র-পত্রিকায় প্রতিদিন ছাপা হতে লাগলো সচিত্র প্রতিবেদন। বিভিন্ন মহল আমাদের জন্য রাখতে লাগলো সরকারের কাছে আহ্বান।

তারপরও শত চেষ্টায় রক্ষা করতে পারলাম না প্রাইমারীকে। রাত আড়াইটার দিকে এলো পুলিশী হামলা--ভেংগে নিয়ে গেল আমাদের প্রাণপ্রিয় প্রতিষ্ঠানকে। নিতান্ত গরীব বাবা-মার সন্তান আমরা এখানে লেখাপড়া করছি। তাই প্রাইমারীর বেশির ভাগ ভাইবোন বছরের মাঝামাঝি অন্য কোথাও ভর্তি হতে না পেরে ওসমানী উদ্যানে ঘুড়ি ওড়ানো ইট ভাংগায় কাটাচ্ছে সারাদিন। আর কিছুসংখ্যকের ফাইভ পাস সার্টিফিকেট আছে বলেই হাইস্কুলে চরম উৎকন্ঠার মধ্যে এখনো ক্লাস করতে পারছি। প্রতিদিন ছুটির সময় ভাইবোনদের কাছ থেকে বিদায় নেই সবাই, কারণ পরের দিন এসে এই স্কুল আর নাও দেখতে পারি। প্রথম সাময়িক পরীক্ষা শেষ হল না। তারপর হতে সেমিষ্টার এবং দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার কোনটিতেই মন বসাতে পারছি না। বাইরে লোক দেখলে মনে হয় ঘর ভাংতে আসছে। এই আশংকায় আদৌ ক্লাসে মন দিতে পারছি না। ওদিকে বাড়ীতে আমার জীবন নিয়ে বাবা-মার হতাশ মুখ যখন দেখি তখন নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়। ওসমানী উদ্যানের সৌন্দর্য বর্ধনে দুটি স্কুল যদি বেমানানসই হয় তাহলে অন্যান্যের মতো সরকারী খরচে সামান্যই একখানা ঘর তৈরী করে কি তিলোত্তমা ঢাকায় আমাদের লেখাপড়ার ন্যূনতম একটি প্রতিষ্ঠান সরকার চালাতে পারেন না? প্রচণ্ড রোদবৃষ্টিতে ভিজে রাজপথে আমাদের অভিভাবকগণও সরকারের কাছে এত যে আর্তনাদ করেছেন, তা কি তাদের কাছে আজো পৌঁছেনি...না কি সরকার আমাদের অগ্নিপরীক্ষা নিচ্ছেন। না, প্রতি মুহূর্তের এ তীব্র পরীক্ষা আমরা আর সইতে পারছি না।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও সদাশয় সরকারের কাছে আকুল আবেদন---আমরা আপনাদের নাবালক সন্তান, দীর্ঘদিন ধরে যে মানসিক চাপের মধ্যে আছি, বিদ্যালয় দুটি উচ্ছেদ না করে বরং এখানের সামান্যই গৃহ নির্মাণের মাধ্যমে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সহস্রাধিক শিক্ষার্থীর বিপন্নোন্মুখ শিক্ষা জীবনকে বাঁচাতে এগিয়ে আসুন।

মোঃ আবদুল হালিম,
সপ্তম শ্রেণী,
রমনা রেলওয়ে হাইস্কুল।

রামগঞ্জের শ্যামগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের সমস্যা

লক্ষীপুর জেলার রামগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত শ্যামগঞ্জ একটি বৃহৎ গ্রাম। আর এই গ্রামে অবস্থিত বিদ্যালয়টির নাম শ্যামগঞ্জ উচ্চবিদ্যালয়। প্রায় ১৫ বছর আগে কিছুসংখ্যক সমাজহিতৈষী ব্যক্তির অক্লান্ত প্রচেষ্টায় উক্ত বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এলাকার জনগণের স্বতঃস্ফূর্তভাবে চাঁদা দান ও আর্থিক সহায়তায় বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়েছিল বাঁশের খুঁটি ও খড়ের চাল দ্বারা। তারপর একে টিনের চালে ও বেড়ায় উন্নীত করা হয়। কিন্তু শিক্ষা বিভাগ থেকে বিদ্যালয়টির জন্য কোন অনুদান বা আর্থিক সহায়তা পাওয়া যায়নি।

কিছুসংখ্যক ছাত্র অন্যত্র গিয়ে লেখাপড়া করলেও মেয়েদের জন্য এটিই এখানকার একমাত্র স্কুল। বর্তমানে উক্ত বিদ্যালয়টি সরকারী করণের প্রয়োজন রয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের বসার বেঞ্চ, টুল এবং শিক্ষকের বসার জন্য চেয়ারসহ বিভিন্ন আসবাব প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এছাড়া বিজ্ঞান সরঞ্জামাদি, ছেলেমেয়েদের চিত্তবিনোদন ও ক্রীড়ানুষ্ঠানের জন্য কোন মাঠ নেই। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যাও নগণ্য। এছাড়াও বহুবিধ সমস্যা রয়েছে। তবে শিক্ষার মান মোটামুটি সন্তোষজনক। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে বিদ্যালয়টি সরকারী মঞ্জুরি পাচ্ছে না। বিষয়টির প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দৃষ্টি দেবেন বলে আমরা আশা করি।

মোঃ মাহফুজুল হক।

স্থগিত ফল ঘোষণা করুন

আমরা সরকারী আনন্দ মোহন কলেজের ১৯৮৬/৮৭ সেশনের গণিত সম্মানের ছাত্র। ১৯৮৮ সালের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত সাবসিডিয়ারী পরীক্ষায়, রসায়ন/পদার্থ--এই দুই বিষয় নিয়ে অংশ গ্রহণ করি। যথারীতি গত ১১-৬-৮৯ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হলেও আমাদের ৫৬ জনের ফল স্থগিত রাখা হয়। তারপর আরো একমাস পার হয়ে গেলেও তথাকথিত 'বিবিধ কারণে' স্থগিত রাখা ফল আমরা এখনও জানতে পারিনি। এদিকে পরবর্তী সাবসিডিয়ারী ও সাপ্লিমেন্টারী পরীক্ষার ফরম পূরণের সময়ও পার হয়ে যাওয়ায় আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

এমতাবস্থায় আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এন, ডি কাঞ্চন,
৩/এ, বাঘমারা,
ময়মনসিংহ।

পরীক্ষার তারিখ পিছাবেন না

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজসমূহে ১৯৮৭ সালের সনাতন পদ্ধতির স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষা ২রা জুলাই, ১৯৮৯ তারিখের পরিবর্তে আগামী ২রা আগষ্ট, ১৯৮৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এবারও ঘোষিত পরীক্ষার তারিখ পিছানোর জল্পনা-কল্পনা চলছে। একদিকে পরীক্ষার তারিখ পিছানো হলে সেশনজট দূর করার উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়, অন্যদিকে আমরা চাকরির ক্ষেত্রে নির্ধারিত বয়সসীমার সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি। তাই ছাত্রনামধারীদের পেশকৃত স্মারকলিপির প্রেক্ষিতে পরীক্ষার তারিখ পিছানোর যে কোন প্রচেষ্টার বিরোধিতা করছি।

এমতাবস্থায়, ঘোষিত তারিখ অনুযায়ী পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মনিরুল, কুতুব, মিনা, শাহিদা, রহিম, নজরুল, আশরাফ এবং নওয়াব পরিসংখ্যান বিভাগ (দিবা বিভাগ), জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ঢাকা।